আবার বিরোধী দলও তথ্য ও পরিসংখ্যানের মাধ্যমে সরকারের ভুল-ত্রুটি তুলে ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু লর্ডসভার ভূমিকা এ ব্যাপারে খুবই সীমাবদ্ধ।

(১০) **বিরোধী দলের ভূমিকার ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ঃ** পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থায় অন্যতম ভিত্তি হল বিরোধী দলের অস্তিত্ব। বিরোধী দল ছাড়া সংসদীয় গণতন্ত্র অচল। তবে গ্রেট ব্রিটেনে বিরোধী দলের অস্তিত্ব ও উদ্যোগ কমন্সসভার ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ করা যায়। লর্ডসভার ক্ষেত্রে নয়।

(১১) **বিচারসংক্রান্ত ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ঃ** বিচারসংক্রান্ত ক্ষেত্রেও উভয় কক্ষের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই একটি ক্ষেত্রে লর্ডসভা কমন্সসভার থেকে অধিক ক্ষমতা ভোগ করে। লর্ডসভা গ্রেট ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আপিল আদালত।

অতএব সামগ্রিক বিচারে কমন্সসভা লর্ডসভা অপেক্ষা অনেক বেশি ক্ষমতার অধিকারী হলেও কতকগুলি ক্ষেত্রে উভয় কক্ষ সমান ক্ষমতা ভোগ করে। একটি মাত্র ক্ষেত্রে লর্ডসভা কমন্সসভার থেকে বেশি ক্ষমতা ভোগ করে তা হল বিচারসংক্রান্ত ক্ষেত্র। পরিশেষে বলা যায় যে গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনে সামন্ত্রতান্ত্রিক রক্ষণশীলতা ও কায়েমি স্বার্থের প্রতিভূ লর্ডসভার ক্ষমতা কমলেও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমন্সসভার ক্ষমতা বেড়েছে।

অনুশীলনী—৪

১। ঠিক অথবা ভুল লিখুন ঃ (☑ বা ☒ ব্যবহার করুন)

(ক) কমন্সসভা একটি স্থায়ী কক্ষ।

(খ) ব্রিটেনে বিরোধী দলের অস্তিত্ব কমন্সসভার ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ করা যায়।

(গ) লর্ডসভার কোনও বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা নেই।

(ঘ) আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কমন্সসভাই শক্তিশালী।

(ঙ) সাধারণ বিলের ক্ষেত্রে লর্ডসভা এক বছর বিলম্ব ঘটাতে পারে।

রাজা বা রানির বিরোধী দল

গ্রেট ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচনে যে দল কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দল সরকার গঠন করে। এই সরকারকে বলা হয় 'রাজা বা রানির সরকার' (His or Her Majesty's Government)। আর আসন সংখ্যার ভিত্তিতে যে দল সরকারি দলের পরেই দ্বিতীয় স্থান লাভ করে তাকে বিরোধী দল বলা হয়। এই বিরোধী দলকে বলা হয় 'রাজা বা রানির বিরোধী দল' (His or Her Majesty's Opposition)। বিরোধী দলের এই নামকরণের মাধ্যমে তার অসীম গুরুত্বের প্রতি স্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। ১৯৩৭ সালে 'রাজমন্ত্রী আইন' (Ministers of the Crown Act, 1937)-এ প্রধানমন্ত্রীর বেতনের কথা যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনি বিরোধী দলের নেতাকেও বেতন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

বর্তমানে বিরোধী দল দায়িত্বশীল, গঠনমূলক এক বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ। অধ্যাপক জেনিংস-এর মতানুসারে সমালোচনা করা যদি পার্লামেন্টের মূল কাজ হয়, তা হলে বিরোধী দল পার্লামেন্টের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বস্তুত একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের কার্যাবলীকে সঠিকভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি সুসংগঠিত ও শক্তিশালী বিরোধী দল অপরিহার্য।

শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে কমন্সসভায় স্পিকার বিরোধী দলের সদস্যদের আসন বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেন। স্পিকারের ডানদিকে বসেন ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা এবং বাঁদিকে বসেন বিরোধী দলের সদস্যরা। ডানদিকে একেবারে প্রথম সারিতে থাকেন শাসক দলের মন্ত্রীরা অর্থাৎ 'রাজা বা রানির সরকার', বাঁদিকে একেবারে প্রথম সারিতে থাকেন বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ অর্থাৎ 'রাজা বা রানির বিকল্প সরকার যা এর আগের অধ্যায়ে 'ছায়া মন্ত্রীপরিষদ' নামে উল্লিখিত হয়েছে।

বিরোধী দলের ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ

ব্রিটেনে বিরোধী দলের কার্যাবলীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(১) সরকারের সমালোচনা করাই বিরোধী দলের প্রধান কাজ। এই সমালোচনা থেকে জনগণ সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে সবদিক থেকে অবহিত হতে পারে। বিরোধী দলের সমালোচনার জন্য সরকার দায়িত্বশীল থাকতে বাধ্য হয়। স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারে না।

(২) পার্লামেন্টের কাজকর্মে বিরোধী দল অংশগ্রহণ করে। পার্লামেন্টের কার্যসূচী বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে আলোচনাক্রমে ঠিক করা হয়। বিরোধী দলের সদস্যগণ সভায় আইন পাশ, বাজেট পাশ, আলোচনা ও বির্তক প্রভৃতি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেন। বৈদেশিক নীতি এবং জাতীয় স্বার্থসম্পর্কিত বিষয়ে বিরোধী দল সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

(৩) সরকারি নীতি, কার্যকলাপ প্রভিতির সমালোচনা করে বিরোধী দল সব সময় নিজের পক্ষে জনমতকে সংগঠিত করার চেষ্টা করে। তবে বিরোধী দলের সমালোচনা আনুগত্যপূর্ণ, দায়িত্বশীল ও গঠনমূলক হওয়া চাই।

(৪) গ্রেট ব্রিটেনে বিরোধী দল কেবল সরকারের সমালোচনাই করে না, পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করে। গ্রেট ব্রিটেনের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে ব্যাপক মতৈক্য বিদ্যমান। উভয়ে উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বিরোধিতা এবং সমালোচনামূলক সহযোগিতা বিরোধী দলের নীতিতে পরিণত হয়েছে। বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করেন। বিরোধী দলের সহযোগিতার স্বীকৃতি হিসাবে বিরোধী দলের কোনও প্রভাবশালী সদস্যকে কমন্সসভার সরকারি হিসাব পরীক্ষা কমিটির (Public Accounts Committee) সভাপতি করা হয়। তাছাড়া বিরোধীদলের গঠনমূলক প্রস্তাব অনেক ক্ষেত্রেই সরকারের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এর ফলে জাতীয় গুরুত্ব সম্বলিত প্রশ্ন যৌথ সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিবেশ গড়ে ওঠে। যেমন, ইউরোপীয় ইউনিয়নে ব্রিটেনের অবস্থান।

(৫) ব্রিটেনে বিরোধী দলকে রানির বিকল্প সরকার বলা হয়। গুরুত্বের দিক থেকে তাই সরকারের পরেই বিরোধী

দলের স্থান। বিরোধী দল ক্ষমতাসীন হলে কে কোন দপ্তরের দায়িত্ব লাভ করবে তা স্থির করে ছায়ামন্ত্রীদের নিয়ে 'ছায়া মন্ত্রীসভা' গঠন করা হয়। তাই বার্কারের মতানুসারে ইংল্যান্ডের শাসনব্যবস্থায়, বিরোধী দল হল এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

(৬) ব্রিটিশ জনগণের কাছে বিরোধী দল স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই বিরোধী দলের ওপর কোনও রকম নিয়ন্ত্রণকে জনগণ তাদের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ বলে মনে করে। সরকার জনগণের স্বার্থ ও স্বাধীনতা বিরোধী কোনও কাজ করলে বা করতে প্রয়াসী হলে বিরোধী দল তার তীব্র সমালোচনা করে এবং সেই সঙ্গে জনগণকে সজাগ করে দেয়। এই কারণে অনেকে বিরোধী দলকে ব্রিটিশ গণতন্ত্রের প্রতীক ও অভিভাবক হিসেবে অভিহিত করেন।

অনুশীলনী—৫

শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

১। স্পিকারের ———— দিকে বসেন ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা এবং ———— দিকে বসেন বিরোধী দলের সদস্যরা।

২। বিরোধী দল শুধু সরকারের ———— করে না, পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে সরকারের সঙ্গে ———— নীতিও অনুসরণ করে।

৩। ব্রিটেনে বিরোধী দলকে রানির ———— সরকার বলা হয়।

পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কোনও লিখিত সংবিধান থেকে সার্বভৌমত্ব অর্জন করেনি। সেখানে পূর্বতন চরম রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসাবে পার্লামেন্ট সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছে।

তবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এই সার্বভৌমত্ব আইনগত—রাজনৈতিক নয়। আইনগত বিচারে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ক্ষমতা অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত। ব্রিটেনে আইন প্রণয়নকারী একমাত্র সংস্থা হল পার্লামেন্ট। সুতরাং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতেই আইনগত সার্বভৌমত্ব ন্যস্ত আছে। অধ্যাপক ডাইসির মতানুসারে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিরঙ্কুশ আইনগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। ডাইসির অভিমত অনুসারে, (১) ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে কোনও আইন প্রণয়ন করতে পারে; (২) পূর্বে প্রণীত যে কোনও আইনকে সংশোধন বা বাতিল করতে পারে; (৩) শাসনতন্ত্রও সংশোধন করতে পারে। ব্রিটেনের আদালত পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করতে পারে না।

তবে বাস্তবে পার্লামেন্টের আইনগত সার্বভৌম ক্ষমতা কার্যত সীমাবদ্ধ।

(১) ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আইনগত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব জনমতের দ্বারা সীমাবদ্ধ।

(২) প্রচলিত প্রথা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক ন্যায় নীতিবোধ, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি, ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস প্রভৃতির দ্বারাও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাজকর্ম বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

(৩) ক্যাবিনেট প্রথা গড়ে ওঠার দরুন এখন পার্লামেন্ট ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করে না, ক্যাবিনেট পার্লামেন্টকে নিয়ন্ত্রণ করে।

(৪) আন্তর্জাতিক আইনগুলিও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্বের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করে।

(৫) ব্রিটিশ আদালত আইনের বৈধতা বিচার করতে না পারলেও আইনের ব্যাখ্যা দিতে পারে এবং পার্লামেন্টের ওপর আংশিকভাবে হলেও কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে।

(৬) স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীসমূহের চাপও ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পুরোপুরি উপেক্ষা করতে পারে না।

পরিশেষে বলা যায় যে পার্লামেন্টের আইনগত সার্বভৌমত্ব বর্তমানে বহুলাংশে তত্ত্বসর্বস্ব। ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্যাবিনেটই এখন ক্ষমতার মূল কেন্দ্র হিসেবে বিরাজ করছে।

০৩.৪ ❑ সারাংশ

পার্লামেন্ট গ্রেট ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়ন সংস্থা। রাজা বা রানি, লর্ডসভা ও কমন্সসভা নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট গঠিত।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ হল লর্ডসভা। এই লর্ডসভা কেবল পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দ্বিতীয় কক্ষই নয়, সর্ববৃহৎ দ্বিতীয় কক্ষও বটে। এই কক্ষের কোনও সদস্যই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত নন। তাই এই কক্ষটিকে অগণতান্ত্রিক কক্ষ বলে। সেই কারণে এই কক্ষটির ক্ষমতাও কম। অর্থবিল পাশের ক্ষেত্রে লর্ডসভার কোনও ক্ষমতাই নেই। তবে বিচার ব্যবস্থার দিক থেকে লর্ডসভা ব্রিটেনে সর্বোচ্চ আপিল আদালত।

পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ কমন্সসভা জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। কমন্সসভা আইন প্রণয়নে মুখ্য ভূমিকা নেয়। সেজন্য কমন্সসভায় কমিটি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। মন্ত্রীসভা তার কাজের জন্য কমন্সসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকে। কমন্সসভার বিরোধীদলের দায়িত্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ।

কমন্সসভার সভাপতিকে স্পিকার বা অধ্যক্ষ বলা হয়। তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তিনি রাজনীতি নিরপেক্ষভাবে তাঁর দায়িত্ব সম্পাদন করেন।

অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। তবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা বলতে কমন্সসভার ক্ষমতাকেই বোঝায়।

পার্লামেন্টের উভয়কক্ষের সদস্যরাই কিছু কিছু বিশেষ অধিকার ভোগ করেন। তত্ত্বগতভাবে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সার্বভৌম হলেও বর্তমানে ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্যাবিনেটই ক্ষমতার মূল কেন্দ্র হিসাবে বিরাজ করছে। তাই বলা হয় ব্রিটেনে এখন ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

০৩.৫ ❑ সর্বশেষ অনুশীলনী

১। কমন্সসভা কীভাবে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে?

২। ব্রিটিশ কমন্সসভা কীভাবে সরকারি আয়-ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণ করে?

৩। কমন্সসভার সভাপতি কে? তিনি কয় বছর তাঁর পদে বহাল থাকেন?

৪। স্পিকারের নির্ণায়ক ভোট কী?

৫। কমন্সসভায় কত ধরনের কমিটি আছে এবং এগুলি কী কী?

৬। গ্রেট ব্রিটেনের বিরোধী দলের প্রধান চারটি বৈশিষ্ট্য কী কী?

৭। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ক্ষমতা হ্রাসের যে কোনও দুটি কারণ লিখুন।

৮। কমন্সসভার সদস্যদের দুটি বিশেষাধিকারের উল্লেখ করুন।

৯। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব বলতে কী বোঝায়?

০৩.৬ ❑ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

১। (ক)—☑ , (খ)—☑ , (গ)—☒ .

২। (ক) ব্রিটেনের লর্ডসভা (১) আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা, (২) শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা, (৩) বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা এবং (৪) অন্যান্য ক্ষমতা ভোগ করে।

(খ) ব্রিটেনের লর্ডসভার বিরুদ্ধে দুটি যুক্তি হল—(১) লর্ডসভার গঠন অগণতান্ত্রিক, (২) লর্ডসভার সদস্যদের ব্যাপক অনুপস্থিত ও ঔদাসীন্য এই কক্ষকে অপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে।

(গ) লর্ডসভার অস্তিত্বের স্বপক্ষে যেসব যুক্তি দেখানো হয় সেগুলি হ'ল—(১) জনগণের কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হয় না বলে লর্ডসভা নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে। (২) লর্ডসভা অবিবেচনা প্রসূত আইন প্রণয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে। (৩) লর্ডসভা ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আপিল আদালত হিসেবে কাজ করে।

(ঘ) অর্থবিলের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ লর্ডসভার কার্যত কোনও ক্ষমতা নেই বললেই চলে। ১৯১১ সালে প্রণীত আইনের ফলে বর্তমান অর্থবিলের ক্ষেত্রে লর্ডসভা মাত্র ১ মাস বিলটিকে আটকে রাখতে পারে। একমাসের মধ্যে লর্ডসভা সেই বিলে সম্মতি না দিলে লর্ডসভার সম্মতি ছাড়াই বিলটিকে রাজা বা রানির সম্মতির জন্য পাঠানো হয়। অতএব অর্থবিলের ক্ষেত্রে লর্ডসভার কোনও ভূমিকাই নেই।

(ঙ) লর্ডসভা ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের সর্বোচ্চ আপিল আদালত হিসেবে কাজ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে কেবলমাত্র আইনজ্ঞ লর্ডগণই এই কাজে অংশগ্রহণ করেন। তবে আপিল আদালতের ভূমিকা পালন করা ছাড়াও লর্ডসভার আরও কিছু বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা আছে।

অনুশীলনী—২

১। পাঁচ, (২) নিম্ন, (৩) স্পিকার, (৪) ব্যয়।

অনুশীলনী—৩

১। রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা, (২) সভাপতি।

অনুশীলনী—৪

১। (ক)— ☒ , (খ)— ☑, (গ)— ☒ , (ঘ) ☑, (ঙ) ☑.

অনুশীলনী—৫

১। ডানদিকে, বাঁদিকে

২। সমালোচনা, সহযোগিতার

৩। বিকল্প

সর্বশেষ অনুশীলনী ঃ

১। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার মৌলিক নীতি অনুসারে ব্রিটেনের মন্ত্রীসভার সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে ও যৌথভাবে কমন্সসভার কাছে দায়ী থাকেন। কমন্সসভার আস্থা হারালে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। তাছাড়া কমন্সসভা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও বির্তক অনুষ্ঠান এবং মুলতুবি প্রস্তাব, নিন্দাসূচক প্রস্তাব, ছাঁটাই প্রস্তাব, দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব প্রভৃতি উত্থাপনের মাধ্যমে মন্ত্রীসভাকে কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

২। সরকারি আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও কমন্সসভার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। প্রতিবছর অর্থমন্ত্রী আগামী বছরের সম্ভাব্য আয়-ব্যয় উল্লেখ করে যে বাজেট পেশ করেন তা কমন্সসভাতেই পেশ করা হয়। কমন্সসভার অনুমতি সাপেক্ষেই সরকার কর ধার্য, সংগ্রহ এবং বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থের প্রয়োজন হলে সরকারকে কমন্সসভার অনুমোদন নিতে হয়।

৩। কমন্সসভার সভাপতি হলেন কমন্সসভার স্পিকার। তাঁর কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। অবশ্য কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই তিনি পদত্যাগ করতে পারেন। আবার নির্দিষ্ট সময়ের আগে তিনি পদচ্যুতও হতে পারেন।

৪। কমন্সসভার ভোটাভুটিতে বা আলোচনায় সাধারণত স্পিকার অংশগ্রহণ করেন না। তবে কোনও বিষয়ে পক্ষে বা বিপক্ষে সমান ভোট পড়লে সেই বিষয়ে নিষ্পত্তির জন্য তিনি যে ভোট দেন তাই নির্ণায়ক ভোট হিসেবে পরিচিত।

৫। (ক) গ্রেট ব্রিটেনের বিরোধী দল একটি সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল ক্ষয়তার কেন্দ্র, (খ) কমন্সসভাতেই বিরোধী দলের অস্তিত্ব বর্তমান; (গ) সরকারি দলের পতন হলে বিরোধী দল ক্ষমতাসীন হয়; (ঘ) কমন্সসভার কার্যক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকে।

৬। ব্রিটিশ পার্লমেন্ট তত্ত্বগতভাবে সার্বভৌম। বাস্তবে পার্লামেন্টের সব ক্ষমতা ক্যাবিনেটই ভোগ করে। কারণ—(ক) ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বর্তমানে ক্যাবিনেটের ক্ষমতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। (খ) দলীয় ব্যবস্থাও পার্লামেন্টের ক্ষমতা হ্রাস করেছে।

৭। কমন্সসভার সদস্যদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হল—(ক) কমন্সসভার অধিবেশন চলাকালীন কোনও কক্ষের সদস্যকেই দেওয়ানি মামলার দায়ে গ্রেপ্তার করা যায় না। (খ) সভার অধিবেশনে বা কোন কমিটিতে কোনও কিছু বলার জন্য কোনও সদস্যকেই আদালতে অভিযুক্ত করা যায় না।

৮। পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব বলতে পার্লামেন্টের চরম ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতাকে বোঝায়। আইনগত দিক থেকে বিচার করে একথা বলা যেতে পারে যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ক্ষমতা অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত। এই সংস্থার হাতেই আইন প্রণয়নের চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত। এই সংস্থা যে কোনও আইন প্রণয়ন করতে পারে, যে কোনও আইনকে সংশোধন বা বাতিল করতে পারে। পার্লামেন্টের এই ক্ষমতা সম্পর্কে কেউ কোনও প্রশ্ন তুলতে পারে না।

০৩.৭ ❑ গ্রন্থপঞ্জী

১। *J. Harvey and L. Bather*—The British Constitution, Machmillan, St. Martin's Press, 1970।

২। *Sir Ivor Jennings*—Cabinet Government, Cambridge University Press, 1959।

৩। *ডঃ অনাদিকুমার মহাপাত্র*—নির্বাচিত শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি পরিচয়, সুহৃদ পাবলিকেশন, ১৯৯৮।

৪। *সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নির্মলকান্তি ঘোষ*—তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৯৩।

৫। *সুদর্শন ভট্টাচার্য*—(প্রশ্নোত্তর) তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি ইন্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ২০০০।

একক ০৪ ❑ রাজনৈতিক দল ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী

গঠন

০৪.১ উদ্দেশ্য

০৪.২ প্রস্তাবনা

০৪.৩ রাজনৈতিক দল

রাজনৈতিক দলব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ও দ্বিদলীয় ব্যবস্থা চালু থাকার কারণ

ব্রিটেনে দলীয় ব্যবস্থায় বৈশিষ্ট্য

ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী

০৪.৪ সারাংশ

০৪.৫ সর্বশেষ অনুশীলনী

০৪.৬ গ্রন্থপঞ্জী

০৪.১ ❑ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনারা যা জানতে পারবেন তা হ'ল—

- ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় কী ধরনের রাজনৈতিক দল রয়েছে।
- ওই রাজনৈতিক দলব্যবস্থার সঙ্গে শাসনব্যবস্থার কী ধরনের সম্পর্ক।
- সমাজে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে কতদূর প্রভাবান্বিত করে।

০৪.২ ❑ প্রস্তাবনা

ব্রিটেনে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। তাই এখানে রাজনৈতিক দলব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিদলীয় ব্যবস্থা ব্রিটিশ সংসদীয় গণতন্ত্রকে সাফল্যের সঙ্গে বহন করে নিয়ে চলেছে। তার পাশাপাশি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীও এখানে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। তাই ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে বুঝতে গেলে রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বিশ্লেষণও প্রয়োজন।

০৪.৩ ❑ রাজনৈতিক দল

রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের প্রাণ। বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্র ও দলীয় ব্যবস্থা সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত যে কোনও গণতান্ত্রিক আমরা রাজনৈতিক দলগুলিকে চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। এই রাজনৈতিক দলগুলির মাধ্যমেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য চেষ্টা করতে পারে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে দল যখন সফল হয় সে দলই ক্ষমতা দখল করে। অন্যদিকে আবার রাজনৈতিক দলকে হাতিয়ার করে জনগণ সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সুতরাং নানা কারণেই এই রাজনৈতিক দলগুলিকে সমাজের সঙ্গে শাসনব্যবস্থার সংযোজক ও অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করা হয়।

রাজনৈতিক দলব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ও দ্বিদলীয় ব্যবস্থা চালু থাকার কারণ ঃ

ব্রিটেনের রাজনৈতিক ইতিহাস পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই যে দলীয় ব্যবস্থাই ব্রিটেনের সংসদীয় ব্যবস্থার ভিত্তি। প্রকৃতপক্ষে প্রায় দু'শো বছর ধরে ব্রিটেনের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল ছিল টোরি ও হুইগ দল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে টোরি দল রক্ষণশীল দলে এবং হুইগ দল উদারনৈতিক দলে রূপান্তরিত হয়। এই দুটি দলই দীর্ঘদিন ব্রিটেনের রাজনৈতিক জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৯১৮ সাল পর্যন্ত উদারনৈতিক দল ও রক্ষণশীল দল ব্রিটেনের রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু ১৯১৮ সালের পর থেকে রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল ব্রিটেনের সংসদীয় ব্যবস্থায় সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করতে থাকে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, বর্তমানে রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নেই। বরং বলা যায় যে আজকের ব্রিটেনে অর্থাৎ যুক্তরাজ্যে ছোট বড় ২১টি রাজনৈতিক দল রয়েছে যার মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি (CPGB) অন্যতম। নির্বাচনের সময়ে এই সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। বেশির ভাগ দলই সেখানে অঞ্চল ভিত্তিক। এখানে রাজনৈতিক দলগুলির নিবন্ধীকরণের কোনও ব্যবস্থাই নেই। বর্তমানে যেসব উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল রয়েছে সেগুলি হ'ল—রক্ষণশীল দল, শ্রমিক দল, সামাজিক গণতন্ত্রী দল (Social Democratic Party), সামাজিক ও উদারনৈতিক গণতন্ত্রী (Social and Liberal Democrates) এবং কমিউনিস্ট দল। এ ছাড়াও কয়েকটি আঞ্চলিক দল রয়েছে। যেমন—স্কটল্যান্ডের স্কটিশ জাতীয় দল (Scottish National Party), ওয়েলসের জাতীয়তাবাদী দল প্লেইড সিমরু (Plaid Cymru) এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের সরকারি আলস্টার ইউনিয়নবাদী দল (Official Ulster Unionist Party), গণতান্ত্রিক ইউনিয়নবাদী দল (Democratic Unionist Party), সামাজিক গণতান্ত্রিক শ্রমিক দল (Social Democratic Labour Party), আলস্টার জনগণের ইউনিয়নবাদী দল (Ulster People's Unionist Party) ও ফেইন (Sinn Fein) দল।

তবে সামগ্রিক বিচারে ব্রিটেনের দলীয়ব্যবস্থা মূলত দ্বিদলীয় ব্যবস্থা। ব্রিটেনে এই দ্বিদলীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পেছনে যে সমস্ত কারণ রয়েছে সেগুলি হ'ল—

(১) ব্রিটেন একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। এখানে সেই অর্থে ধর্মীয়, জাতিগত ও ভৌগোলিক তারতম্য তেমন নেই। ফলে এখানে বহুদলীয় ব্যবস্থার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।

(২) ধর্মীয় সহনশীলতার কারণে ধর্মের ভিত্তিতে কোনও দল ব্রিটেনে গড়ে উঠতে পারেনি।

(৩) ব্রিটেনের জনসাধারণ প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ ও কর্মসূচীর প্রতি পুরোপুরি আস্থাশীল। এই কারণে তাঁরা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী তৃতীয় কোনও দলকে সমর্থনের পক্ষপাতী নন।

(৪) ব্রিটেনের দ্বিদলীয় ব্যবস্থা সরকারের স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় সরকার সাধারণত স্বল্পস্থায়ী হয়।

(৫) বর্তমানে নির্বাচন অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া নির্বাচনে সাফল্য পাওয়ার জন্য ব্যাপক সাংগঠনিক শক্তি থাকা প্রয়োজন। ব্রিটেনের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের এই অর্থবল ও সাংগঠনিক শক্তি থাকলেও অন্য কোনও দলের তা নেই—যা তৃতীয় দল গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।

(৬) কমন্সসভার কার্যপদ্ধতি দ্বি-দলীয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে। পার্লামেন্টের কার্যপদ্ধতি সরকার এবং বিরোধীপক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এই সম্মতির ভিত্তিই হ'ল দ্বিদলীয় ব্যবস্থার মূল নীতি।

(৭) ব্রিটেনে রক্ষণশীল ও শ্রমিক দল নিজেদের সকল শ্রেণির কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। তা বিভিন্ন স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

(৮) ইংরেজ জাতির রক্ষণশীল চরিত্র দ্বিদল ব্যবস্থার বৃদ্ধি করেছে। ইংরেজ জাতি তার রক্ষণশীলতার জন্য একবার কোনও ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হ'লে সহজে তা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করে না। দলীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এই ধারণা প্রযোজ্য।

(৯) গ্রেট ব্রিটেনের নির্বাচনী ব্যবস্থা দ্বিদল ব্যবস্থার উদ্ভব ও শক্তি বর্ধনে সহায়ক হয়েছে। পার্লামেন্টের প্রতিটি নির্বাচনী কেন্দ্র এক সদস্য বিশিষ্ট সকল প্রার্থীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীই নির্বাচিত হন। ফলে বেশির ভাগ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকেই প্রধান দুটি দল রক্ষণশীল অথবা শ্রমিক দল জয়ী হয়। ফলে ছোট ছোট দলের প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পেয়েছে।

(১০) অনেক বিশেষজ্ঞের মতে রাষ্ট্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে সেখানকার বৃহৎ গণমাধ্যম বি. বি. সি. ব্যাপকভাবে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার সংহতিসাধনে সহায়ক হয়েছে। কারণ রাজনৈতিক প্রচারকার্যের জন্য বি.বি.সি. যে